Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 61
January-March, 2020

ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা

The Role of Production-Cost in Determining Zakāt of Fruits and Crops

Zubair Mohammad Ehsanul Hoque*

ABSTRACT

'Ushr or Zakāt of fruits and crops is one of the important components of Islamic financial system. According to the majority of Islamic jurists, Zakāt of fruits and crops has been estimated to be 10% of total produce when they are cultivated with only rainwater i.e. the cultivation requires no irrigation, and it is estimated to be 5% when the cultivation requires irrigation. Most of the classical jurists didn't take production-cost in their consideration. However, coping with the changing phenomena of modern agriculture-economy, some contemporary jurists are expressing their opinions in favour of deducting production-cost while determining the tenth of crops. Pursuing descriptive and analytical methods, this paper seeks to blend differing views in order to figure out a harmonized opinion. To facilitate the precise calculation of the production cost, a number of farmers have been interviewed. The article demonstrates that the opinions of those ulama who are of the view of deducting production cost while determining the prescribed percentage are more applicable and agriculture-friendly.

Keywords: 'Ushr, Zakāt of fruits and crops, cost of production, opinion of jurists, deduction of production-cost.

সংক্ষিপ্তসার

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম একটি দিক হল 'উশর বা ফসলের যাকাত। ফকীহগণের মতে, বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে জমি সিক্ত হলে উৎপন্ন ফসলের ১০% যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হলে উৎপন্ন ফসলের ৫% যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। পূর্বসূরি অধিকাংশ ফকীহ ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় বিবেচনায় নেননি। তবে আধুনিক কৃষি-অর্থনীতির বাস্তবতায় বর্তমান যুগের অনেক ফকীহ ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নেয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করছেন। এ বিষয়ে নানামুখী বক্তব্য পর্যালোচনা করে এই প্রবন্ধে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বয়ী অভিমত উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। উৎপাদন খরচের স্বচ্ছ হিসাব গ্রহণের জন্য কয়েকজন কৃষকের সাক্ষাতকারও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেসব 'আলিম উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত প্রদানের অনুকূলে মতপ্রদান করছেন তাদের অভিমত অধিকতর প্রয়োগযোগ্য ও কৃষকবান্ধব।

মূলশব্দ: 'উশর, ফল-ফসলের যাকাত, উৎপাদন-ব্যয়, ফকীহগণের মতামত, উৎপাদন-খরচ বিয়োজন।

* Dr. Zubair Mohammad Ehsanul Hoque is a Professor in the department of Arabic, University of Dhaka, email: zubairehsan@du.ac.bd

ভূমিকা

বেশিদিন আগের কথা নয়, আমাদের দেশে ইসলামের তৃতীয় রুকন বা ভিত্তি যাকাত সম্পর্কে জনপরিসরে খুব একটা আলোচনা হত না। গণবক্তাদের ওয়াজ ও ইমামগণের খুতবা পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। এই আর্থিক ইবাদাহ সম্পর্কে অনালোচনার সম্ভাব্য কারণ এই ছিল যে, ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে যাকাত প্রদানের উপযুক্ত মুসলিমের সংখ্যা কম ছিল। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি অতি ধনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনাধিক্যের মত ইহলৌকিক সূচকের ঊর্ধ্বগামিতার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধনীর ধর্মানুশীলনের প্রতি ঝুঁকে পড়াকে ইতিবাচক দিক হিসেবে গণ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনিভাবে ইসলামের আর্থিক ইবাদাহ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাও হচ্ছে।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এ মাযহাব মতে একই জমিতে 'উশর ও খারাজ আরোপিত হয় না। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের জমি খারাজী ভূমি; অতএব এদেশের জমিতে উৎপাদিত ফসলে যাকাত তথা 'উশর দিতে হবে না। 'আলিমগণের এই মতের ফলে বাংলাদেশে বহু বছর ধরে ফল-ফসলের যাকাত সম্পর্কে জনসচেতনতা ছিল না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সংখ্যক 'আলিম ও গবেষকের মাঝে ফিকহী মতপ্রদানে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কতিপয় 'আলিম ও গবেষক ফল-ফসলের যাকাতের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের নীরবতা ভঙ্গ করে মতামত প্রদান করছেন এবং অনেক বিদ্বান বাংলাদেশের জমিতে উৎপাদিত ফসলে 'উশর ওয়াজিব হবে মর্মে মতপ্রকাশ করছেন।[১]

১. উদাহরণস্বরূপ ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর রচিত *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ* বইটির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া ড. আবু বকর রফিক আহমদ সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত যাকাত মেলায় (২০১৬) উশর সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদেরও উশর সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলে জানা যায়।

আমরা সাধারণভাবে জানি, বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে ফসল উৎপাদিত হলে (অর্থাৎ বিনাসেচে উৎপাদনের ক্ষেত্রে) উৎপন্ন ফসলের ১০% যাকাত দিতে হয়। এটিকে ‘উশর বলে। কারণ ‘উশর মানে হল এক দশমাংশ। পক্ষান্তরে কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেয়া হলে, অর্থাৎ সেচকাজে অর্থব্যয় হলে উৎপাদিত ফসলের ৫% যাকাত দিতে হয়, এটিকে নিসফ-‘উশর বা অর্ধ-‘উশর বলা হয়। এই বিধান হতে বোঝা যায়, সেচের খরচের কারণে যাকাতের পরিমাণ অর্ধেক কমানো হয়েছে। এই বিধান হতে উৎসারিত আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত এই যে, যাকাতের বিধান প্রবর্তনের সময় বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে চাষ করা সম্ভব না হলে সেচের খরচই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যয়, কারণ এ খরচের জন্য যাকাতের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়।

কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এ যুগে পানির খরচ উল্লেখযোগ্য কৃষিব্যয় হিসেবে পরিগণিত হয় না। আধুনিক যুগে কৃষিক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার ফলে একদিকে উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ, অপরদিকে উৎপাদন খরচও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সেচের খরচ নগণ্য ব্যয়ে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত জরিপের ভিত্তিতে এক একর জমিতে ইরি ধানচাষের খরচের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[২]

বীজ	চাষ	বীজবপন	সার	নিড়ানি	কীটনাশক	কর্তন	মাড়াই	সেচ	মোট
১০০০	১৫০০	১৫০০	১০০০	৫০০	২০০০	৩০০০	১০০০	২৫০০	১৪০০০

উপরের ছক হতে এটি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শুকনো মৌসুমে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এখন সেচের ব্যয় মুখ্য-খরচ নয়।

বর্তমান সময়ের আরেকটি যুগযন্ত্রণা হল, কৃষির অতি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ফড়িয়া ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাত বৃদ্ধি। এদের কারণে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন সত্ত্বেও কৃষকরা অনেক সময় ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। ‘কৃষক উৎপাদন খরচ তুলতে পারে না’ প্রায়শ আমরা এ ধরনের শিরোনাম পত্রিকায় দেখতে পাই। ওই বছরের (২০১৯) ইরি মৌসুমে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সীমিত সংখ্যক কৃষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। সে আলোকে উৎপাদন খরচ ও উৎপন্ন ফসলের মূল্য নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হল:

একরপ্রতি উৎপাদন	উৎপাদন খরচ	সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য (কৃষক পর্যায়ে)	সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য (কৃষক পর্যায়ে)
৬০ মণ	১৪০০০/=	৩৭৬ X ৬০ = ২২৫৬০/=	৫৭৫ X ৬০ = ৩৪৫০০/=

২. তথ্য সংগ্রহের স্থান: দিনাজপুরের বিরল উপজেলা, মৌসুম: ইরি মৌসুম ২০১৯। তথ্যদাতা: জনাব রিয়াজুল ইসলাম, গ্রাম: মোখলেসপুর, পোস্ট: বাজনাহার, উপজেলা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর। এটি কোন কাঠামোবদ্ধ জরিপের ফলাফল নয়; বরং প্রবন্ধকারের পরিচিত কয়েকজন কৃষকের কাছ থেকে গৃহীত তথ্যের আলোকে প্রস্তুতকৃত।

জমিমালিক যদি নিজে চাষাবাদ করেন সেক্ষেত্রে এ হিসাব প্রযোজ্য। উৎপাদন খরচ বাদ দেয়ার পর বর্গাচাষীর জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারার অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। তবে এটি নিশ্চয় করে বলা যায় যে, উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সেচের খরচের ভূমিকা একেবারে নগণ্য। এমতাবস্থায় ফল-ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বাদ দেয়ার প্রশ্নটি তীব্রভাবে উত্থাপিত হচ্ছে।

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম ও শিরোনামের যৌক্তিকতা

প্রাথমিক যুগের ফিকহের গ্রন্থগুলোতে সেচের খরচ ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদন খরচের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। অবশ্য ফিকহী ভাষ্যকারগণের আলোচনার ধারায় প্রতীয়মান হয়, উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়টি তাঁদের সামনে উত্থাপিত হত। অন্যথায় তারা বলতেন না, ‘শ্রমিকের মজুরি ও হালের পশুর খরচ বিবেচিত হবে না [al-Marghīnānī 1417H., 2/24]।’ সেচের খরচ ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদন ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁদের নিস্পৃহতার যৌক্তিক কারণ ছিল। যেহেতু সেইকালে সেচের খরচই ছিল মুখ্য কৃষিব্যয়।

তবে আধুনিক যুগে উৎপাদন খরচ বিপুল পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পরও এ বিষয়ে ফকীহগণ যথাযথ মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হয় না। আধুনিক যুগে রচিত বহু ফিকহী গ্রন্থে বিষয়টির ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলি তাঁর *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* গ্রন্থে ‘উশর নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। তবে ব্যতিক্রমও আছে। ড. ইউসুফ আল-কারযাভি *ফিকহুয যাকাহ* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে উৎপাদন খরচ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন [Al-Qaradāwī 1973]। তাছাড়া আরব বিশ্বের কোনো কোনো গবেষক এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরবি ভাষায় রচিত দু’টি গবেষণা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথম প্রবন্ধটির রচয়িতা আহমদ আস-সা‘দ। জর্দানের ইয়ারমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহ বিভাগের এই শিক্ষকের العلاقة بين النفقات ومقدار الزكاة في الزروع والثمار শিরোনামীয় প্রবন্ধটি *মাজাল্লা আবহাস আল-ইয়ারমুক*-এর দ্বাদশ খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়। আলোচ্য বিষয়ে মুখ্য অভিমত দু’টি দলীল সহকারে উল্লেখের পর ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়ার পক্ষে তিনি জোরালো মত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর না করে জরিপকাজের সাহায্য গ্রহণ করা। জর্দানের ইরবিদ জেলার তিন শতাধিক কৃষকের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে তিনি দেখিয়েছেন যে, ফসলভেদে উৎপাদন খরচ কমবেশি হয়ে থাকে। তার সারণিতে সর্বনিম্ন উৎপাদন খরচ উৎপন্ন ফসলের

২৯% (যয়তুনের ক্ষেত্রে) এবং সর্বোচ্চ খরচ ৬৩%। এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ উৎপাদন খরচ বাদ দেয়ার অভিমতটি উল্লেখ করা হয়েছে। উৎপাদন খরচ হিসেবে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাশ বাদ দেয়ার মতগুলো আহমদ আস-সা'দ উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির রচয়িতা ড. আয়মান 'আবদুল হামিদ আল-বাদারিন। ফিলিস্তিনের আল-খলিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহ বিভাগের এই সহকারী অধ্যাপকের أثر الكلفة الإنتاجية في التخفيف من زكاة الثروة الزراعية শিরোনামীয় প্রবন্ধটি *আল-মাজাল্লা আল-উর্দুনিয়্যাহ ফী আদ-দিরাসাত আল-ইসলামীয়্যাহ*-এর পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয়/খ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষকও ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি সম্পূর্ণ উৎপাদন-খরচ বাদ না দিয়ে ১০% এর পরিবর্তে ৫% 'উশর আদায় করার কথা বলেছেন। এ প্রবন্ধে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে উপস্থাপনপদ্ধতি গণমুখী নয়, মৌলিক দু'টি অভিমতকে তিনি চার-পাঁচটি অভিমতে বিভক্ত করেছেন, যার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপসংহার অনুসন্ধান দুঃসাধ্য হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রবন্ধগুলোসহ অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধ রচিত। আমাদের উপসংহার অভিনব নয়, তবে প্রবন্ধকে যথাসম্ভব গণমুখী করার সুবিধার্থে মতামত ও দলীল উপস্থাপনে আমরা সরলীকরণ পন্থার অনুসরণ করেছি। সংক্ষিপ্ততার জন্য বিস্তারিত দলীল উল্লেখ না করলেও অতি সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট অভিমতগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বাংলায় উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণাকর্ম না থাকায় আমাদের দেশের ফিকহী জ্ঞানপরিসরে এ প্রবন্ধ নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণাপদ্ধতি

এ প্রবন্ধ রচনায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাপদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত কিছু উপাত্ত ব্যবহার করা হলেও সেটিকে জরিপপদ্ধতির প্রয়োগ বলে গণ্য করা যায় না। কারণ সেটি কোনো প্রথাসিদ্ধ জরিপকাজ ছিল না।

সীমাবদ্ধতা

এই প্রবন্ধের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন, এটি 'উশর সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ নয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে 'উশর সম্পর্কে আলোচিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এখানে আলোকপাত করা হয়নি, (ক) খারাজী ও 'উশরী ভূমি নির্ধারণ এবং খারাজী জমিতে 'উশরের আরোপযোগ্যতা (খ) 'উশর আরোপযোগ্য ফসল ও 'উশরের নিসাব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ সংক্রান্ত আলোচনা পরিহার করা হল। আশাকরি ভিন্ন কোনো প্রবন্ধে বিষয়গুলো আলোচিত হবে।

মূল বিবেচ্যবিষয়

বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে চাষাবাদ করা হলে উৎপাদিত ফসলের ১০% যাকাত দিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হলে উৎপাদিত ফসলের ৫% যাকাত দিতে হয়। প্রশ্ন হলো, 'উশর নির্ধারণে সেচ খরচ ব্যতীত অন্যান্য খরচের ভূমিকা আছে কি? উৎপন্ন ফসল হতে উৎপাদন খরচের সমপরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের ওপর 'উশর ওয়াজিব হবে,[৩] না সম্পূর্ণ ফসলের ওপর 'উশর ওয়াজিব হবে? এ প্রবন্ধে আমরা দলিলের ওপর নির্ভর করে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

বিবেচ্য বিষয়ে মাযহাবসমূহের মতামত

প্রাথমিক ও আধুনিক যুগে রচিত ফিকহী গ্রন্থগুলো অধ্যয়নে বোঝা যায় যে, ফকীহগণ 'উশর নির্ধারণে উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নিয়েছেন। তবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম উৎপাদনব্যয়কে কেবল সেচের খরচে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাঁদের মতে, 'উশর নির্ধারণে অন্যান্য উৎপাদন ব্যয়ের কোনো ভূমিকা নেই। অন্যদিকে পূর্বসূরি ও আধুনিক যুগের একদল 'আলিম সকল ধরনের উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় নিয়েছেন। তাঁদের মতে, উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের ওপর সেচের ধরন বিবেচনায় 'উশর বা নিসফ-'উশরের বিধান কার্যকর হবে। নিম্নে ফকীহগণের মতসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হল।

প্রথম মত: সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদন ব্যয় 'উশর নির্ধারণে বিবেচিত হবে না

চার মাযহাব তথা হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবসহ অন্যান্য ফিকহী ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের মতে, সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদন ব্যয় 'উশর নির্ধারণে বিবেচিত হবে না। অতএব বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে চাষাবাদ করা হলে উৎপাদিত ফসলের ১০% যাকাত দিতে হবে, আর কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেয়া হলে ৫% যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদন খরচের কোনো ভূমিকা নেই। অতএব শ্রমিকের মজুরি, হালের পশু, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের খরচের কারণে যাকাতের পরিমাণ কমানো যাবে না। আমরা প্রথমে বিভিন্ন মাযহাবের মৌলিক ফিকহী গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখের মাধ্যমে অভিমতটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করব, অতঃপর তাঁদের দলীলগুলো উপস্থাপন করব।

হানাফী মাযহাব

আলোচ্য বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মতনসমূহে প্রায় অভিন্ন বক্তব্য এসেছে। এখানে কয়েকটি নির্বাচিত উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

হানাফী মাযহাবের সুবিখ্যাত মতন *বাদাই' আস-সানাই'*-এর গ্রন্থকার আল-কাসানি রহ. (মৃ. ৫৭৮ হি.) বলেন,

---

৩. আধুনিক ফিকহী পরিভাষায় উৎপাদন খরচ বাদ দেয়াকে خصم النفقات বা خصم التكاليف বলে।

ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمّال أو نفقة البقر لقوله صلى الله عليه وسلم ما سقتْه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر. أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت. [Al-Kāsānī 1986, 2:62]

ফসল উৎপাদনে জমির মালিক যা কিছু খরচ করেন যেমন, সেচ, নির্মাণ, প্রহরির বেতন, শ্রমিকের মজুরি, হালের বলদের খরচ ইত্যাদির হিসাব করা হবে না; যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যা আকাশের পানিতে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশ (১০%), আর বড় বালতি বা পানিচালিত চাকার মাধ্যমে যে জমিতে সেচ দেয়া হয় তাতে অর্ধ ‘উশর (৫%) ওয়াজিব হবে।’ ওই খরচগুলো বিবেচনায় না নিয়ে তিনি ﷺ সাধারণভাবে ‘উশর বা অর্ধ-‘উশর ধার্য করেছেন। তাছাড়া নবী ﷺ খরচের তারতম্যের কারণে হক (ফসলের যাকাত) নির্ধারণে তারতম্য করেছেন। এখন খরচ যদি বাদ দেয়া হয় (ফসলের যাকাতের) তারতম্যও তুলে দিতে হয়।

হিদায়াহ গ্রন্থকার আল-মারগিনানী রহ. (মৃ. ৫৯৩ হি.) বলেন,

وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمّال ونفقة البقر لأن النبي حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. [Al-Margīnānī1417 H., 2: 24]

জমির উৎপন্ন ফসলে ‘উশর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিকের মজুরি ও হালের বলদের খরচ হিসাব করা হবে না; যেহেতু নবী ﷺ খরচের ব্যবধানের কারণে আদায়-আবশ্যক যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে তারতম্য করেছেন, অতএব খরচ বাদ দেয়া অর্থ হয় না।

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবন নুজায়ম রহ. (মৃ. ৯৬৯ হি.) বলেন,

لا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. أطلقه فشمل ما فيه العشر وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرا أو نصفا. [Ibn Nujaim 1333 H., 2 : 256]

কৃষিশ্রমিকের মজুরি, হালের বলদের খরচ, খাল/নালা খননের ব্যয়, পাহারাদারের বেতন এবং অন্যান্য খরচ হিসাবে নেয়া হবে না; যেহেতু নবী ﷺ খরচের ব্যবধানের কারণে আদায়আবশ্যক যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে তারতম্য করেছেন। তিনি ﷺ সাধারণভাবে বলেছেন, তাই ‘উশর (১০%) ও অর্ধ-‘উশর (৫%)- দু’টিই তাঁর বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব (ফসলের যাকাত) ১০% হোক বা ৫% হোক- তা আদায় করতে হবে সম্পূর্ণ উৎপাদিত ফসল হতে।

হানাফী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ হতে আরো উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব। তবে সাদৃশ্যপূর্ণ তথ্যের পুনরুল্লেখ এড়ানোর জন্য তা বাদ দেয়া হল। তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নিয়েছেন বলেই ফসলের যাকাত নির্ধারণে

‘উশর (১০%) ও অর্ধ-‘উশর (৫%)-এ তারতম্য করেছেন। তাই নতুন করে উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বাদ দেয়া হলে ১০% ও ৫%-এই দুই প্রকার হার নির্ধারণের কোনো যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না, উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের ১০% বা ৫% যাকাত নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু ফসলের যাকাত নির্ধারণকারী সুস্পষ্ট হাদিসের উপস্থিতিতে সেটি অসম্ভব। তাই বৃষ্টি/ঝর্ণার পানিতে উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণ অংশ হতে ১০% এবং কৃত্রিম উপায়ে সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণ অংশ হতে ৫% যাকাত দিতে হবে।

শাফি‘ঈ মাযহাব

শাফি‘ঈ মাযহাবের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন:

إن مؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والحمل والحصاد وغيرها مما يحتاج إليه الزرع هي على المالك لا من مال الزكاة وإن أخرجه منه لزم المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله. [Al-Sa‘ad 1996, 233]

শস্য কর্তন, পরিবহন, শুকানো, শোধন ও চূর্ণকরণসহ ফসলের অন্যান্য খরচ মালিক বহন করবে, যাকাতের সম্পদ হতে নেবে না। কিন্তু মালিক যদি উৎপাদিত শস্য থেকে খরচ নেয়, তাহলে তার যাকাত নিজের সম্পদ থেকে আদায় করবে।

মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ আল-খারাশী (মৃ. ১১০১ হি) বলেন,

ونصف العشر واجبٌ في كل ما ذكر إن سقى بآلة كالدواليب والأيدي، ويدخل في الآلة النقالات من البحر، وإلا فالعشر. ولو اشترى السيح وأنفق عليه لعموم قوله: "فيما سقتِ السماء.." [Al-Kharsī 2 : 170]

যদি কোনো যন্ত্র দ্বারা যেমন পশুচালিত যন্ত্র বা হাত দ্বারা সেচ দেয়া হয় তাহলে উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে অর্ধ-‘উশর (৫%) ওয়াজিব হবে। সাগর হতে পানিবাহী নৌযানও যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় ‘উশর (১০%) ওয়াজিব হবে। জমিনের ওপর প্রবাহিত পানি কিনলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেহেতু নবী ﷺ-এর বাণীটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য এবং ব্যাপক অর্থবোধক: ‘যা কিছু আকাশের পানিতে সিক্ত হয়....।

হাম্বলী মাযহাব

উৎপাদন খরচ ধর্তব্য না হওয়ার ব্যাপারে হাম্বলী ফকীহগণ একমত। তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্যে তা উত্থাপন করা হয়েছে:

لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرر كل عام، ولا يؤثر احتياجها إلى ساقٍ يسقيها ويحول الماء في نواحيها لأن في ذلك لا بد منه في كل سقي، ولا يؤثر أيضا مؤنة تنقيتها – أي تنقية الأنهار والسواقي – ولا ما استدانه لمؤنة حصاد أو درس. [Ibn Muflih 1980, 2 : 420]

যাকাতের হার হ্রাসকরণে খাল বা নালা খননের খরচের কোনো প্রভাব নেই; কারণ এগুলো তো জমি আবাদেরই অংশ এবং প্রতি বছর তার প্রয়োজন হয় না। জমি সিঞ্চন ও এর সকল প্রান্তে পানি পৌঁছে দেয়ার জন্য কোনো পানিকর্মীর প্রয়োজন হলে তাও যাকাতের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না; কেননা যে কোনো সেচের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা থাকে। তেমনিভাবে খাল ও নালা সংস্কারের খরচেরও কোনো ভূমিকা নেই। শস্যকর্তন ও মাড়াইয়ের খরচ মেটাতে কৃষক ঋণ নিলে তাও যাকাতের পরিমাণ কমাতে প্রভাব ফেলবে না।

যাহিরী মাযহাব

আলোচ্য বিষয়ে যাহিরী মাযহাবের মতামতের নমুনা হিসেবে *আল-মুহাল্লা* হতে দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

ولا يجوز أن يعدّ الذي له الزرع والثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أوجمع أودرس أو تزبيل أو جداد أو حفر أوغير ذلك، فيسقطه من الزكاة، سواء تداين في ذلك أم لم يتداين، أتتْ النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لمْ تأت. [Ibn Hazm 1988, 4 : 66]

ফল ও শস্যমালিকের জন্য এটা বৈধ হবে না যে, তিনি চাষাবাদ, ফসলকর্তন, একত্রকরণ, মাড়াই, সার প্রয়োগ ও নালা খননের খরচসহ অন্যান্য খরচ হিসাব করে যাকাত থেকে বাদ দিবেন। একাজে তিনি ঋণ গ্রহণ করুন বা না করুন, সম্পূর্ণ ফসল ও ফলের ওপর খরচ আসুক বা না আসুক, তাতে বিধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

ইবন হাযম আরো বলেন,

أوجب رسول الله (ص) في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله بغير نص قرآن أو سنة ثابتة. [Ibn Hazm 1988, 4 : 66]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, গম ও বার্লির সমস্ত উৎপাদনের ওপর যাকাত আরোপ করেছেন, যদি কোনো এক প্রকারের শস্য পাঁচ ওয়াসাক বা তার বেশি হয় এবং শস্যমালিক বা বাগানমালিকের খরচের কারণে যাকাতের কোনো অংশ বাদ দেননি। অতএব যে *হক* আল্লাহ তা'আলা আরোপ করেছেন, কুরআনের নস বা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ ব্যতীত তা বাদ দেয়া বৈধ হবে না।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহ-এর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ফল-ফসলের যাকাতের হার নির্ধারণে সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় নেননি। তাঁদের কিছু দলীল উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। দলীলসমূহের বিশদ বিবরণের পূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গে مجمع الفقه الإسلامي الدولي -এর একটি প্রস্তাব উল্লেখ করতে চাই, যাতে জুমহুরের অভিমতের সুবিন্যস্ত প্রতিফলন রয়েছে।

مجمع الفقه الإسلامي الدولي -এর ১২০/১৩ সংখ্যক প্রস্তাব

ক. যাকাতের ফান্ড হতে সেচের খরচ বাদ দেয়া যাবে না, কারণ যাকাতের হার নির্ধারণে তা বিবেচিত হয়েছে;

খ. ভূমি সংস্কার ও নালা খননের খরচ (স্থায়ী খরচ) যাকাত হিসাব করার সময় বাদ দেয়া যাবে না;

গ. কৃষক যদি নিজ অর্থে বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়সহ অন্যান্য ব্যয় মেটান তাহলে তা যাকাত হিসাবের সময় বাদ দেয়া হবে না। তবে অর্থ স্বল্পতার কারণে চাষাবাদের খরচ মেটাতে তাকে যদি ঋণ গ্রহণ করতে হয় তবে উৎপন্ন ফসল হতে ঋণের সমপরিমাণ ফসল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত দিবে। এ প্রস্তাবের ভিত্তি হল ইবন 'উমার ও ইবন 'আব্বাস রা.-এর আছার; তাঁরা বলেন, উৎপাদিত ফসল হতে চাষাবাদের জন্য গৃহীত ঋণের সমপরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত দিবে। مجمع الفقه الإسلامي (الهند)-ও এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

ঘ. হকদারের কাছে যাকাত পৌঁছে দেয়ার খরচ বাদ দেয়া যাবে। [www.fiqhacademy.org.sa.2001القرارات/م]

مجمع الفقه الإسلامي (الهند) এর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, তবে পার্থক্য কেবল এটুকু যে, সংস্থাটির মতে, কেবল কৃষিঋণের ক্ষেত্রে ব্যয় বাদ দেয়া বা খাসম-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

দলীল

জুমহুর 'আলিমগণের কিছু দলীল পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে সেগুলো বিন্যস্ত আকারে ও সবিস্তারে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرُ وما سقى بالنضح نصف العشر [Bukhārī 2001, 1/358] 'যে জমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে 'উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশুর দ্বারা সেচ দেয়া হয় তাতে অর্ধ-'উশর (৫%)।

খ. উপর্যুক্ত হাদিসটির আরেকটি সংস্করণ নিম্নরূপ: فيما سقتِ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العُشر وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر [Abū Dāūd 2007, 2/ 468]. 'যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা এমন ভূমি যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা আপনিই সিক্ত হয়, তাতে 'উশর (১০%) দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড় বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।'

গ. মাসআলাটি তাওকীফী বা শরী'আহ-প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। এটি মু'আল্লাল বা কারণ-সংশ্লিষ্ট মাসআলা নয় যে, 'কারণ' পাওয়া না গেলে বিধান অকার্যকর হবে। আর তাই খরচ বেশি হলে যাকাতের পরিমাণ কম হবে বা খরচ কম হলে যাকাতের হার বেশি হবে, এমন কোনো বিধান প্রবর্তনের সুযোগ নেই।

ঘ. তাওকীফী মাসআলায় খরচ বা পরিশ্রমের তারতম্যের কারণে ওয়াজিবে ব্যবধান হয় না। এর দৃষ্টান্ত হল গনিমাত। গনিমাত লাভে পরিশ্রম, খরচ ও ঝুঁকি চাষাবাদের চেয়ে অনেক বেশি। তবুও কুরআনের নির্দেশের আলোকে গনিমাতের এক পঞ্চমাংশ (২০%) হকদারদের দিয়ে দিতে হয়। এই দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যায়, ‘উশর ও গনিমাতের হার নির্ধারণ শরী‘আহ-প্রণেতার নির্দেশের আলোকে নির্ধারিত, কোনো আপতিত কারণে হ্রাস-বৃদ্ধির সুযোগ নেই।

ঙ. পশুর যাকাতের বিপরীত কিয়াসঃ যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত চারণভূমিতে চরে বেড়ায় (سائمة) তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বছরের অধিকাংশ সময় যে পশুর খাদ্যের যোগান মালিককে দিতে হয় (معلوفة) তার ওপর যাকাত আরোপ করা হয়নি। গৃহপালিত পশুর যাকাতের মাসআলায় পশুপালনের খরচ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, তা এই বিধান হতে অনুমেয়। কিন্তু ফসলের যাকাতের বিষয়টি ভিন্ন। পশুর তুলনায় ফসলের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা বেশি। আবার একেবারে বিনা খরচে শস্য উৎপাদন সম্ভব নয়। সেচের খরচ ছাড়াও বহুবিধ ব্যয় রয়েছে। তবুও ফসলে সর্বনিম্ন ৫% যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি পশুর যাকাতের মত ফসলের যাকাতে কেবল খরচই বিবেচ্য হত, তাহলে ফসলে কোনো যাকাতই আরোপ করা হত না। অতএব বোঝা যায়, ফসলের যাকাতের বিধান তাওকীফী, কারণ সংশ্লিষ্ট নয়।

দ্বিতীয় অভিমতঃ উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসল যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

কয়েকজন সাহাবী ও তাবি‘ঈ এবং পূর্বসূরি ‘আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বিবেচিত হবে। উৎপাদন খরচের সমপরিমাণ ফসল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ‘উশরের হার নির্ধারণে সেচের খরচ পূর্বেই বিবেচিত হয়েছে বলে তা উৎপাদন খরচে অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বৃষ্টির পানিতে জমি সিক্ত হলে ১০% ও কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেয়া হলে ৫% যাকাত দিতে হবে [Salamah 2003, 7; Al-Qaradāwī 1973, 2/ 417]।

সাহাবীগণের মধ্যে ইবন ‘আব্বাস রা. ও ইবন ‘উমার রা., তাবি‘ঈগণের মধ্যে তাউস (মৃ. ১০৬), মাকহুল (মৃ. ১১২) ও ‘আতা ইবন আবি রাবাহ রাহ. (মৃ. ১১৪) এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, জা‘ফর আস-সাদিক ও আবু বকর ইবনুল ‘আরাবি রহ. হতে এই অভিমত বর্ণিত হয়েছে। হানাফী ইমাম শামসুল আইম্মাহ আস-সারাখ্সী উল্লেখ করেছেন যে, কয়েকজন হানাফী শায়খও ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, মাসআলাটি মু‘আল্লাল বা কারণ-সংশ্লিষ্টঃ وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب [Al-Sarakhsī 1989, 3/ 4] অর্থাৎ ‘আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ হ্রাসকরণে খরচের আধিক্যের ভূমিকা

রয়েছে।’ অবশ্য ক্ষীণকণ্ঠের এই ভিন্নমত পরবর্তী সময়ে হানাফী মাযহাবে গুরুত্ব পায়নি।[৪]

আধুনিক যুগের ‘আলিমগণের মাঝে মিসরের ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, সুদানের আস-সিদ্দীক আল-আমীন আদ-দারীর [Al-Dārīr 2003], শায়খ তায়্যিব সালামাহ [Salāmah 2003] ও সিরিয়ার মুনযির কাহফও এই অভিমত পোষণ করেন যে, উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে।

দলীল

এ মতের সমর্থকগণ হাদীস ও যুক্তি দিয়ে দলীল উত্থাপন করেন।

ক. সাহল ইবন আবি হাসমাহ রা.-এর হাদিস-

عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فجذّوا ودعوا الثلث، فإنْ لمْ تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داؤد الخارص يدع الثلث للحرفة. [Abū Daud 2007, 2 : 472]

আবদুর রহমান ইবন মাসউদ রাহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহল ইবন আবি হাসমা আমাদের মজলিসে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, ‘যখন তোমরা অনুমানে (ফসলের যাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। আবু দাউদ বলেন, অনুমানকারী উৎপাদন খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে।

সুনান আবি দাউদ ছাড়াও *জামি‘ আত-তিরমিযী* এবং *কিতাব আল-আমওয়ালে*ও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে [Al-Tirmizī 2009, 2 : 18; Abū ‘Ubaid 1989, 588]। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ-এর মতে,

---

৪. সারাখসী বলেন, وهذا ليس بقوي، فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه. [Sarakhsī 1989, 3 : 4] অর্থাৎ ‘এটি শক্তিশালী অভিমত নয়; কেননা শরী‘আহ গনিমতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব করেছে, অথচ চাষাবাদের তুলনায় যুদ্ধে রসদের প্রয়োজন বেশি। তবে [প্রকৃত কথা হল] এটি শর‘ঈ নির্ধারণ, অতএব আমরা তা অনুসরণ করব এবং তাতে কল্যাণ আছে বলে বিশ্বাস করব, যদিও সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নই।’ প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ *আল-হিদায়াহ*-এর ভাষ্যকার কামালুদ্দিন ইবনুল হুমামও (৮৬১ হি) ভিন্নমতপোষণকারী হানাফী ‘আলিমগণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ومن الناس من قال: يجب النظر إلى قدر قيم المؤنة فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي، لأن قدر المؤنة بمنزلة السالم له بعوض كأنه اشتراه. [Ibnul Humām 2003, 2: 257] ‘‘আলিমদের কেউ কেউ বলেন, উৎপাদন খরচের সমমূল্যের ফসল ‘উশর নির্ধারণের আগেই কৃষককে দিয়ে দিতে হবে, তারপর অবশিষ্ট ফসলের ‘উশর নির্ধারণ করতে হবে; কারণ উৎপাদন খরচ যেন অগ্রিম পরিশোধিত পণ্যমূল্য, সে যেন ওই ফসলটুকু কিনে নিয়েছিল।’ তবে সারাখসীর মত তিনিও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ফলের 'উশরের পরিমাণ নির্ধারণের পর তা হতে $1/3$ বা $1/4$ বাগানমালিকের জন্য রেখে দিবে, যাতে তিনি তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশির মাঝে তা বণ্টন করতে পারেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে এটি যাকাতেরই অংশ, যা আদায়কারীর পরিবর্তে বাগানমালিক বিতরণ করবে। কেউ কেউ বলেন, 'উশরের পরিমাণ অনুমান করার আগেই গাছের ফলের $1/3$ বা $1/4$ মালিকের জন্য রেখে দিবে, যেন পরিবারের লোকজন খেতে পারে ['Azimabadī, 728; Saharanpurī, 8: 117-18]।

আমরা মনে করি, উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাদ্বয় হাদীসের মূল ভাষ্যের অনিবার্য দাবি নয়; তাই তৃতীয় কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণে বাধা নেই। মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইবনুল 'আরাবীর মতে, বিশুদ্ধ বক্তব্য হল এই যে, সম্পূর্ণ ফসল হতে ওই পরিমাণ ($1/3$ বা $1/4$) রেখে দেয়া হবে, তারপর অবশিষ্ট ফসল হতে 'উশর আদায় করা হবে। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে 'উশর নির্ধারণের পক্ষে এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'উৎপন্ন ফসলের $1/3$ বা $1/4$ -এর মূল্য উৎপাদন খরচের প্রায় সমান।' ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'অধিকাংশ সময় আমরা এমনটিই পেয়েছি [Ibnul 'Arabī, 3/144]।' ইবনুল 'আরাবি'র এই মন্তব্য আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। বিশেষত, হাদীসটি যে সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটির সঙ্কলক ইমাম আবু দাউদ রহ. নিজে যখন বলেন, 'অনুমানকারী উৎপাদন খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে।'

খ. মাকহুল রহ.-এর মুরসাল হাদীস: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخُرّاص قال: خفِّفوا، فإنّ في المال العرية والوطية [Abū 'Ubid 1989, 589] অর্থাৎ (যাকাত নির্ধারণের জন্য) অনুমানকারীদের পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'তোমরা সহজ করো, কারণ সম্পদের মাঝে গরিব ও পথচারীর জন্য দানকৃত সম্পদও আছে।'

অনুরূপ বক্তব্য 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হতেও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. [Abū Ubaid 1989, 589] অর্থাৎ '(যাকাতের জন্য শস্য/ফল অনুমানের সময়) তোমরা মানুষের জন্য সহজ করো, কারণ সম্পদে গরিব, পথচারী ও পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশির জন্য দানকৃত সম্পদ আছে।'

পথচারী, গরিব ও প্রতিবেশীকে বাগানমালিক যা দান করে 'উশর নির্ধারণের সময় তা বাদ দেয়ার জন্য এ হাদিসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে ফসল উৎপাদনের ব্যয় 'উশরের হিসাব থেকে বাদ দেয়া খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

গ. ইবন উমর রা. ও ইবন 'আব্বাস রা.-এর আছার:

عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين على أهله وأرضه قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه. وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على أرضه وأهله. [Abū Ubid 1989, 612]

জাবির ইবন যায়দ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পারিবারিক ব্যয় ও চাষাবাদের খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করে, তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইবন 'আব্বাস বলেন, চাষাবাদের জন্য যা খরচ করেছে তা পরিশোধ করবে (তারপর যাকাত আদায় করবে)। আর ইবন 'উমার রা. বলেন, জমিতে ও পরিবারের জন্য যা খরচ করেছে তা আদায় করবে (তারপর যাকাত আদায় করবে।)

ঘ. 'আতা ইবন আবি রবাহ রা.-এর আছার:

عن إسماعيل بن عبد الملك قال: قلتُ لعطاء: الأرض أزرعها؟ قال: ارفع نفقتك وزك ما بقي [Ibn Adam 1979, 161] ইসমাঈল ইবন 'আবদিল মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতাকে বললাম, জমিতে আমি চাষ করি (এর বিধান কি)? তিনি বললেন, 'তোমার খরচ তুলে নাও, তারপর অবশিষ্টের যাকাত দাও।'

এ প্রসঙ্গে আরো নকলি দলীল উল্লেখ করা যায়, প্রবন্ধের পরিসর সীমিত রাখার জন্য বাদ দেয়া হল। দলীলসমূহের সারমর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সংগ্রহকারীকে উৎপাদনের $1/3$ বা $1/4$ অংশ রেখে দিয়ে বাকি অংশের 'উশর নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবন 'আব্বাস ও ইবন 'উমার রা.-এর মত জলিলুল কদর ফকীহ সাহাবি চাষাবাদের প্রয়োজনে নেয়া ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট উৎপাদনের যাকাত আদায় করতে বলেছেন। মাকহুল ও 'আতা রহ.-এর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় ফকীহ তাবি'ঈ ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচ বাদ দেয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় আধুনিক যুগে চাষাবাদের খরচ বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়ায় শরী'আহ-এর দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই বলে মনে করা যায়।

যুক্তিনির্ভর দলীল

এই মতের সমর্থকরা নকলী দলীলের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর আকলি দলিলের আশ্রয় নেন-

ক. শরী'আহ-প্রণেতার দৃষ্টিতে উৎপাদন-ব্যয় ধর্তব্য; এ কারণে যন্ত্রের সাহায্যে সেচের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। কখনোবা খরচের কারণে যাকাত হতে সম্পূর্ণরূপে রেয়াত দেয়া হয়েছে, যেমন পুরো বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় মালিকের নিজ খরচে পালিত পশুর (معلوفة) ক্ষেত্রে যাকাত বাদ দেয়া হয়েছে। তাই উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে বাকি ফসলের যাকাত নির্ধারণ করাই যৌক্তিক ও শরী'আহ-মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

খ. যে কোনো সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত সম্পদের প্রবৃদ্ধি। সম্পদ যদি বর্ধনশীল না হয়, আর বছরের পর বছর তা থেকে যাকাত নেয়া হয়, তাহলে ওই যাকাতদাতা এক পর্যায়ে দরিদ্রসীমায় নেমে যাবে। কোনো সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে যদি সমপরিমাণ সম্পদ খরচই হয়ে যায় তাহলে সেটিকে প্রবৃদ্ধি বলা যায় না। খরচের সমপরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদকে প্রবৃদ্ধি বলা যায়। এজন্য কোনো কোনো ফকীহ উৎপাদন ব্যয়কে [৫] بيع السلم এর সাথে তুলনা

৫. بيع السلم এর সংজ্ঞা: قبض الثمن حالا وجعل المثمن مؤجلا. 'পণ্যমূল্য অগ্রিম দিয়ে পণ্য পরে নেয়া।

করেছেন [Ibnul Humam 2003, 2: 257]। অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য কৃষক যা খরচ করেছে সেটি যেন অগ্রিম মূল্য, যার বিনিময়ে উৎপাদনের পর সে তার পণ্য তথা উৎপাদন খরচের সমমূল্যের ফসল নিয়ে নিবে। অতএব এই পরিমাণ ফসল উৎপাদিত শস্য হিসেবে গণ্যই হবে না। তাই, তার ওপর যাকাত আরোপিত হবে না।

ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য দু'টি মত ও দলীলসমূহ উল্লেখ করা হল। এখন আমরা পর্যালোচনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করব। কিন্তু তৎপূর্বে দ্বিতীয় অভিমতের কিছু শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া প্রয়োজন। 'আলিমগণের মধ্যে যারা মনে করেন ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা আছে, তাদের একদল মনে করেন, উৎপাদন খরচ হিসেবে মোট উৎপাদনের ⅓ এর বেশি বাদ দেয়া যাবে না [Nadwī 2003]। এ 'আলিমগণ সাহল ইবন আবি হাসমাহ-এর হাদীসের বাহ্য অর্থ অতিক্রম করতে চান না। আমরা কোনো কোনো গবেষকের রচনায় এমন ইঙ্গিতও পেয়েছি যে, উৎপাদন খরচ বেশি হলে তা বাদ না দিয়ে ১০% এর পরিবর্তে ৫% আদায় করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন খরচ বেশি হলে বৃষ্টির মৌসুমেও ৫% আদায় করা যাবে, তবে উৎপাদন খরচ বাদ দেয়া যাবে না। এই 'আলিমগণ 'উশরের হার নির্ধারণে হাদীসের ওপর কড়াকড়িভাবে আমল করেছেন, কিন্তু সেচের ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য খরচকেও 'উশরের হার হ্রাসকারী খরচ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

উপরের আলোচনায় আমরা বিবেচ্য বিষয়ে 'আলিম ও ফকীহগণের মতামত দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। এক্ষণে আমরা পর্যালোচনার আলোকে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সচেষ্ট হব।

ক. আহনাফের এ যুক্তি মেনে নেয়া যায় যে, শরী'আহ-এ 'উশর নির্ধারণের আগেই উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে। তাই সাধারণ ব্যয়সমূহ উল্লেখ করা হয়নি; বরং ব্যতিক্রমী খরচ, যা কেবল শুকনো মৌসুমে প্রযোজ্য, সেটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এজন্য ফসলের যাকাত অর্ধেক নির্ধারণ করা হয়েছে।

খ. তবে ওই যুক্তিতে এ সত্যও লুকিয়ে আছে যে, সেকালে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সেচের ব্যয়ই ছিল মুখ্য, যেহেতু এই খরচের কারণে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়।

গ. 'উশর ও অর্ধ-'উশরের বিধান হতে আমরা এ অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, উৎপাদন ব্যয় যত বাড়ে যাকাতের পরিমাণ তত কমে। এটি যৌক্তিক ও বিবেচনাসম্মত।

ঘ. এ-প্রবন্ধের শুরুতে উপস্থাপিত ছকে আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে চাষাবাদে বিভিন্ন প্রকারের ব্যয় যুক্ত হয়েছে এবং সেচের খরচ এখন আর মূল খরচ নয়।

ঙ. একদিকে আমরা লক্ষ্য করছি সেচের খরচের চেয়ে বেশি খরচ কৃষিতে যুক্ত হয়েছে, অপরদিকে 'উশরের বিধান হতে আমরা জানি খরচ বাড়লে ফসলের যাকাতের পরিমাণ কমে। তাহলে ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচ

বৃদ্ধির বিষয়টি উপেক্ষার সুযোগ নেই। আর্থিক ইবাদত প্রবর্তনের হিকমাহ-এর সাথেও এটি সঙ্গতিপূর্ণ।

চ. এমতাবস্থায় সাহল ইবন আবি হাসমাহ রা.-এর হাদীসের আলোকে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত নির্ধারণের বিধান গ্রহণ সমীচীন বলে মনে করি। এ হাদীসের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা বহাল রেখেও তৃতীয় ভাষ্য হিসেবে ইবনুল 'আরাবীর অভিমত গ্রহণ করা যায়। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত আদায়ের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেছেন, তাঁর সময়ে উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন ফসলের ⅓ বা ¼-এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত।

ছ. প্রবন্ধের শুরুতে উপস্থাপিত ছকের আলোকে আমরা বলতে পারি, উৎপাদন ভাল হলে এবং কৃষক ন্যায্যমূল্য পেলে বর্তমান যুগেও উৎপাদন খরচ উৎপন্ন ফসলের ⅓-এ সীমাবদ্ধ থাকবে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে সাহল ইবন আবি হাসমাহ-এর হাদীসের আক্ষরিক অর্থের ওপর আমল করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে উৎপাদন কম হলে বা কৃষক ন্যায্যমূল্য না পেলে উৎপাদন খরচ ও উৎপন্ন ফসলের অনুপাতে পরিবর্তন আসতে পারে। আমাদের বিবেচনা এই যে, সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বাবদ ⅓ বাদ না দিয়ে প্রকৃত খরচই বাদ দেয়া যেতে পারে। তারপর অবশিষ্ট ফসলে যাকাত নির্ধারণ সমীচীন বলে মনে করি। ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় এটিই সহায়ক। হাদিসে ⅓ ও ¼ এর উল্লেখ হতে আমরা উৎপাদন খরচের অস্থিতিস্থাপকতার প্রতি ইঙ্গিত গ্রহণ করতে পারি।

জ. উৎপাদন খরচ যে পরিমাণই হোক না কেন, সরলীকরণের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় ৫% যাকাত আদায়ের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। শর'ঈ নস, যুক্তি বা বিবেচনা - কোনোটিই এই মত সমর্থন করে না।

ঝ. অতএব আমাদের বিবেচনার সারমর্ম নিম্নরূপ:

১. ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচ বিবেচিত হবে;

২. সেচের খরচ রেয়াতযোগ্য উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ 'উশরের পরিমাণ নির্ধারণে পূর্বেই এটি বিবেচিত হয়েছে;

৩. বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে জমি সিক্ত হলে উৎপাদন খরচের সমমূল্যের ফসল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্যের ১০% যাকাত দিবে;

৪. সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হলে উৎপাদন ব্যয়ের [পানির খরচ উৎপাদন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না] সমমূল্যের ফসল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের ৫% যাকাত দিতে হবে;

৫. কৃষক নিজ অর্থে চাষাবাদ করলে যদি উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করা হয়, ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করলে তা বাদ দেয়ার বিষয়টি অধিকতর যৌক্তিক ও সমীচীন।

'আলিম সমাজের বিবেচনার জন্য উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করা হল, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম 'উশর নির্ধারণে উৎপাদন খরচ বিবেচনায় নেননি। তবে

আমরা জানি, পূর্বসূরি ‘আলিমগণের যুগের তুলনায় বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং উৎপাদন ব্যয় বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই প্রবন্ধকারের বলিষ্ঠ প্রতীতি এই যে, ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে যে কোনো পন্থায় উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় নেয়া উচিত। সেটি বর্তমান প্রস্তাবের আলোকেও হতে পারে, অথবা আরো গবেষণার মাধ্যমে ভিন্ন কোনো প্রস্তাবও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

উপসংহার

ফল-ফসলের যাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকার বিষয়ে ‘আলিম ও ফকীহগণের মতামতসমূহ নিরাসক্ত ভঙ্গীতে পর্যালোচনাসহ উপস্থাপন করা হল। আমাদের উপস্থাপনায় দেখা যায় যে, পূর্বসূরি অধিকাংশ ‘আলিম ফসলের যাকাত নির্ধারণে সেচের খরচ ব্যতীত অন্য কোনো খরচ বিবেচনা করেননি। আধুনিক যুগে কৃষিঅর্থনীতির জটিল ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে, তদুপরি কৃষির অতিবাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো কোনো ‘আলিম উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফসলের যাকাত প্রদানের অনুকূলে মতপ্রদান করছেন। এই অভিমতকে আমরা প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করি। আশা করি, বাংলাদেশের ‘আলিমগণ এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবেন এবং শরী’আহ-নির্ধারিত ঐচ্ছিকতা ও প্রশস্ততার সীমায় অবস্থান করে অধিক কৃষকবান্ধব মতামত প্রদানে এগিয়ে আসবেন। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে বহু বছর ধরে অচর্চিত ও অনালোচিত একটি আর্থিক ইবাদত চর্চায় মানুষের মাঝে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

Bibliogrphy

Abū ‘Ubaid. 1989. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut & Cairo: Dār al-Shurūq.

Abū Dāūd. 2007. *Sunan Abī* Dāūd. Vol. 2. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma‘īl. 2001. *Sahīh al-Bukhārī*. Vol. 1. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Kāsānī, ‘Alauddin Abū Bkr. 1986. *Badāi‘ al-Sanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi*‘. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Kharashī, Muhmmad Ibn ‘Abdillah Al-Mālikī. N.d. *Al-Sharh Al-Kabīr ‘alā Matn Khalīl*. Beirut: Dār Sādir.

Al- Margīnānī, Burhanuddīn Abū al-Hasan ‘Alī ibn Abī Bakr. 1417 H. *Al-Hidāyah*. Vol. 2. Karachi: Idārah Al-Qurān Wa Al-‘Ulūm al-Islāmiyyah.

Al-Sa‘ad, Ahmad. 1996. “Al-‘Alāqah Bain al-Nafaqat wa Miqdār al-Zakāh fī al-Zurū‘ wa al-Thimār.” *Majallah Abhāth al-Yarmūk* 11. No. 4.

Al-Sarakhsī, Shamsuddin. 1989. *Kitāb al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-M‘arifah.

‘Azimabadī, Muhammad Ashraf Ibn Amīr. n.d. *‘Aun al-Ma‘būd ‘ala Sunan Abī Dāūd*. ‘Amman & Riyadh: Bait al-Afkār al-Dualiyyah.

Ibn Adam, Yahya. 1979. *Al-Kharāj*. Beirut: Dār Al-M‘arifah.

Ibn al-‘Arabī, Abū Bakr Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Muhammad. n.d. *‘Aridah al-Ahwāzī bi Sharh Sahīh al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn al-Humām, Kamāluddin. 2003. *Sharh Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Hazm, ‘Alī ibn Ahmad ibn Sa‘yīd. 1988. *Al-Muhalla*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Muflih, Abū Ishāq Burhanuddīn Ibrahīm. 1980. *Al-Mubdi‘ fī Sharh al-Murnī‘*. Vol. 2. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī.

Ibn Nujim. 1333 H. *Al-Bahr al-Raiq*. Vol. 2. Egypt: Matba‘a Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Jahangir, Khandakar Abdullah. 2009. *Bangladeshe Ushar Ba Fosholer Jakat*. Jhenidah: As-Sunnah Publications

Nadwī, Ahmad. 2003. Al-Zakāh : Zakāh al-Zirā‘ah, Zakāh al-Ashum fī al-Sharīkāt, Zakāh al-Duyūn. Session 3. Vol.2. p. 261-302. Jeddah: International Islamic Fiqh Council.

Saharanpurī, Ahmad ‘Alī. n. d. *Bazlul Mazhūd fī Halli Abī Dāūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Salamah, Al-Shaikh Tayyib. 2003. Al-Zakāh : Zakāh al-Zirā‘ah, Zakāh al-Ashum fī al-Sharīkāt, Zakāh al-Duyūn. Session 3. Vol.2. Jeddah: International Islamic Fiqh Council.

Tirmizī. 2009. *Jami‘ At-Tirmizī*. Vol. 2. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

www.fiqhacademy.org.sa.2001م/القرارات